২৯/৭/২০০১

ভোরের কাগজ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সিলেট শিক্ষাবোর্ডে জনবল সঙ্কট

বাপ্পা ঘোষ চৌধুরী, সিলেট থেকে : নবগঠিত সিলেট শিক্ষাবোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ ৩টিসহ মোট ২৪টি পদ খালি থাকায় বোর্ডের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। বোর্ডের স্কুল পরিদর্শক, কলেজ পরিদর্শদক, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদ গত ৩ মাস ধরে শূন্য রয়েছে। এছাড়া শুরু থেকেই ২১টি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

বোর্ড সূত্রে জানা যায়, সিলেট শিক্ষাবোর্ডে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোট ১০৫টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে বর্তমানে ৮১ জন কর্মরত আছেন। ১৯৯৯ সালে স্থাপিত হওয়ার পর বোর্ড চেয়ারম্যান, স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক, সচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ মোট ৭ জন কর্মকর্তাকে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেওয়া হয়। গত বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অবশিষ্ট ৯৮টি পদের মধ্যে ৭৭টি পদে সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে লোক নিয়োগ দেওয়া হয়। ২য় শ্রেণীর ৪টি পদের মধ্যে সহকারী উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও একান্ত সচিব, ৩য় শ্রেণীর ৫৯টির মধ্যে ১২টি আর ৪র্থ শ্রেণীর ৩৫টি র মধ্যে ৭টি পদ শুরু থেকেই খালি রয়েছে।

গত ৩ মাস যাবৎ বোর্ডের স্কুল পরিদর্শক, কলেজ পরিদর্শক, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদ শূন্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট পদের কর্মকর্তারা পদোন্নতি পেয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় পদগুলো খালি হয়। এসব পদে নতুন নিয়োগের বিষয়টিও চলছে ঢিমেতালে। ফলে নবগঠিত শিক্ষা বোর্ডের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

এদিকে নবগঠিত শিক্ষাবোর্ডটি প্রথমবারের মতো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে সচেতন মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দেশের সবকটি শিক্ষাবোর্ডে ছিল নকলের মহোৎসব। কিন্তু সিলেট শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দুটো পরীক্ষাতেই নকল প্রবণতা ছিল শূন্যের কোঠায়। নকলের দায়ে মাধ্যমিকে ৪৪৮ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫৩৫ জন বহিষ্কার হয়েছে। যা সারাদেশে বহিষ্কারের তুলনায় একেবারেই কম। বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন, সিলেট অঞ্চলে নকল প্রবণতা খুবই কম। তিনি সকলের সহযোগিতায় আগামীতে সিলেট শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সবগুলো পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে নকলমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটের আপামর জনসাধারণের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে সিলেট শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের ঘোষণা দেন। ১৯৯৯ সালের ১৪ জুন শহরের উপশহর এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে বোর্ড স্থাপিত হয়। বিগত সরকার শহরের আলমপুরে বোর্ডের স্থায়ী অফিসের জন্য ৬ একর জমি বরাদ্দ দিয়েছে। শিগগিরই এর কাজ শুরু হওয়ার কথা। ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসেই শিক্ষাবোর্ডের স্থায়ী অফিসের উদ্বোধন হবে বলে বোর্ড চেয়ারম্যান আশা প্রকাশ করেন।

শূন্য পদ পূরণ সম্পর্কে যোগাযোগ করা হলে চেয়ারম্যান বলেন, উচ্চ পর্যায়ে এ নিয়ে কথা হয়েছে। শিগগিরই গুরুত্বপূর্ণ ৩টি পদে নিয়োগ হবে বলে জানান। তবে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাকি ২১টি পদে আপাতত নিয়োগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।